যুগান্তর

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

বরিশাল বানারীপাড়া মডেল ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশন

প্রবীণদের দিয়ে সৃজনশীল বাস্তবায়ন হবে না

প্রাচুর্য রানা, *বরিশাল ব্যুরো* ও **এসএম গোলাম মাহমুদ রিপন,** *বানারীপাড়া প্রতিনিধি*

প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে গণিতের ক্লাস নিচ্ছেন জীববিজ্ঞানের শিক্ষক। আবার কোনো শিক্ষক পদ না থাকায় চারুকারুর ক্লাস নিচ্ছেন লাইব্রেরিয়ান। যেসব বিষয়ে তারা ক্লাস নিচ্ছেন সে বিষয়ে তাদের কোনো প্রশিক্ষণই নেই। এর ওপর সৃজনশীল পদ্ধতি নতুন করে বিপাকের সৃষ্টি করেছে। তারপরও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এখানকার শিক্ষকরা। এমনই মন্তব্য করলেন বানারীপাড়া উপজেলার শতবর্ষী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বানারীপাড়া মডেল ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশনের (পাইলট) প্রধান শিক্ষক মো. খাদেম আলী খান।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

তিনি বলেন, সৃজনশীলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি সব জানতে পারবে। কিন্তু বিষয়টি বোঝার মতো এক রকম মেধা সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নেই। বিশেষ করে যেসব শিক্ষক তাদের দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবন কাটিয়ে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। না : পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৩

না : বাস্তবায়ন হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কারণ যারা চাকরির প্রায় শেষদিকে চলে এসেছেন তারা এই পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ পেলেও ক্লাসে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা গরজ করছেন না। অনেকেই আগের পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। অথবা ক্লাসে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। যার ফলে প্রবীণ শিক্ষকদের দিয়ে এই পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এ ক্ষেত্রে তরুণ শিক্ষকরা অনেক সফলভাবে এগিয়ে এসেছেন।

স্কুলটিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৬৫৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১৬ জন। কিন্তু বিষয়ভিত্তিক আলাদা শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রতি ক্লাসে সমান গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে উচ্চতর গণিতের শিক্ষার্থীরা। মাত্র একজন বিএসসি গণিত শিক্ষকের পদ রয়েছে। তার পক্ষে ১২টি ক্লাস একদিনে নেয়া সম্ভব নয়। ফলে জীববিজ্ঞানের শিক্ষককে নিতে হচ্ছে গণিতের ক্লাস। অন্যদিকে চারুকারু বিষয় থাকলেও এই বিষয়ে কোনো পদ দেয়নি সরকার। জীববিজ্ঞানের শিক্ষক নিয়াজ উদ্দিন বলেন, উচ্চতর গণিতের জন্য উচ্চতর দক্ষতা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকায় শিক্ষার্থীদের বোঝাতে প্রায়ই কষ্ট হয়। এর ওপর সৃজনশীল হওয়ায় বিষয়টি আরও জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় এ বিষয়ের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের দাবি জানান তিনি। গণিত শিক্ষক জিল্লুর রহমান বলেন, সঠিকভাবে বোঝাতে পারলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটবে। কিন্তু অনেক সময়ই সঠিকভাবে সব শিক্ষার্থীকে বোঝানো সম্ভব হয় না। বিশেষ করে একটানা একাধিক ক্লাস করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন শিক্ষকরা। ইংরেজি শিক্ষকের অভিযোগ, ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র বইয়ে অনেক পাঠের বিস্তারিত ব্যাখ্যা না থাকায় শিক্ষকরাই অনেক কিছু বুঝতে পারেন না। শিক্ষার্থীদের শতভাগ বোঝাতে পারেন না তারা। লাইব্রেরিয়ান দীপিকা রানী রায় জানান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক পদে চাকরি পেয়েছেন। আর ক্লাস করতে হচ্ছে চারুকারু বিষয়ের ওপর। এ বিষয়ে কখনোই কোনো প্রশিক্ষণ নেয়া হয়নি। তবে আগে তিনি একটি প্রি-ক্যাডেট স্কুলে কিছুদিন চারুকারু পড়ানো কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এখানে ক্লাস নিচ্ছেন।

কাল ছাপা হবে : বরিশালের সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়